ঈশ্বর কি নারী, পুরুষ, উভয়ই নাকি কোনটিই নয়?

মূল শব্দ

Aββα

বাবা, আব্বা, পাপা

ঈশ্বর নারীও না পুরুষও না! আমাদের ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের কনানীয় অথবা হিন্দু, উপজাতীয় বা পুরাতন দেবতাদের মতো নয় যাদের বর্তমান যুগের লোকেরা পূজা করে, বরং তিনি এসব লিঙ্গের উর্ধ্বে!
খ্রীষ্টিয়ানরা এমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না যিনি "একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মানুষ, যার হাতে ও পায়ে দশটি করে আঙুল আছে।" অবশ্যই না! ঈশ্বরের শরীরে নারী শরীরের অংশও নেই। অবশ্যই না! যোহন ৪:২৪ পদে যীশু এটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন- "ঈশ্বর আত্মা।" যখন বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন তখন তিনি ছিলেন পুরুষ। যাইহোক, অনন্তকালীন ত্রিত্ব ঈশ্বর নারীও নয় পুরুষও নয়।

কেন যীশু ঈশ্বরকে*"Abba"* আব্বা বলে ডেকেছেন?

যীশু ঈশ্বরকে আব্বা বা পিতা বলে ডেকেছেন শুধু এটি বোঝাতে যে ঈশ্বর লোকদের সাথে একটি গভীর, প্রেমপূর্ণ পরিবারগত সম্পর্ক ভাগ করে নিতে চান। যে সময় যীশু এসেছিলেন তখন তৎকালীন যিহূদীরা ঈশ্বরের নামের প্রতি এত নিষ্ঠাবান ছিল যে তারা সেই নাম উচ্চারণ করতো না বা লিখতো না। যিহূদী শিক্ষাগুরুরা এমন শিক্ষা দিতো না যে ঈশ্বর খুব কাছের বা তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে যে ঈশ্বর এদোনে এসে মানুষের সাথে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র! আব্বা বা বাবা বলার মাধ্যমে যীশু ঈশ্বরকে একটি পুরুষালি চরিত্র হিসাবে প্রকাশ করেননি বরং তিনি লোকদের জানাতে চেয়েছেন ঈশ্বর খুব কাছের, প্রেমময় এবং সম্পর্ক প্রিয়।

বাক্যে ঈশ্বরকে নারী ও পুরুষ উভয় চিত্রে আঁকা হয়েছে কারণ এই রূপক বা ব্যখ্যা লোকদের সহজে বোধগম্য। দ্বিতীয় বিবরণে ৩২:১৮ পদে ঈশ্বরের নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, "তুমি আপন জন্মদাতা শৈলের প্রতি উদাসীন, আপন জনক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে।" যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত লিঙ্গের উর্ধ্বে তাই মানুষের(নারী,পুরুষের) সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিগুলি ঈশ্বরের মাঝে প্রতিফলন ঘটেছে!

যে সব পদ ঈশ্বরের পুরুষালি গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- গীত ৮৯:২৬ "সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর ও আমার পরিত্রাণের শৈল।"
- যিশাইয় ৬৩:১৬ "তুমি তো আমাদের পিতা.. আনাদিকাল হইতে আমাদের মুক্তিদাতা, এই তোমার নাম।"

যে সব পদ ঈশ্বরের স্ত্রীসুলভ গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- যিশাইয় ৬৩:১৩ "মাতা যেমন আপন পুত্রকে স্বান্তনা করে, তেমনি আমি তোমাগিকে স্বান্তনা করিব"
- মথি ২৩:৩৭ *"কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে তদ্রুপ আমিও তোমার সন্তানদিগকে কতবার একত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"*

আমরা কি ঈশ্বরকে মা ডাকতে পারি?

যদিও আমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত ভাবে মা হিসাবে সম্বোধন করি না, আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর এই সম্বোধনে বিক্ষুব্ধ হবেন না। সর্বোপরি মা বাবার সর্বোত্তম গুণাবলি গুলি ঈশ্বরের চরিত্রেরই প্রতিফলন। আবার লোকে যখন তাঁকে বাবা বলে ডাকে তখন তিনি পরিবর্তন হন না বা আরো পুরুষালি হন না। এবং লোকে যদি তাকে মা বলে ডাকে তাহলে তিনি পরিবর্তন হয়ে আরো মেয়েসুলভ হন না। ঈশ্বর সেই আত্মাই থাকেন, লিঙ্গের উর্ধ্বে! খেয়াল করুন, ঈশ্বরকে সরাসরি বাবা হিসেবে ডাকা হয়েছে, কিন্তু তাকে উপমা (যেমন,ন্যায়,তেমন) দ্বারা মায়ের মতো করে বর্ণনা করা হয়েছে।
যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি ঈশ্বর নারী বা পুরুষ কিছুই নন, তাই আমাদের তাকে সেইভাবেই সম্মান করা উচিত যেভাবে যীশু করেছেন- পিতা হিসেবে। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে যীশু বলছেন, "আমি আর আমার পিতা এক.." আবার' কিছুক্ষন পরেই শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ মাতা..?" এটা অবশ্যই অনেক বিভ্রান্তিকর হতো! জেনে রাখুন, যীশুও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন!

উপসংহার

ঈশ্বর চান লোকদের সাথে হাঁটতে, সহভাগিতা করতে, আমাদের খুব কাছের ও ব্যক্তিগত চিন্তা গুলি ভাগ করে নিতে। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসা, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতে ভাষাও কম পড়ে গিয়েছে। যীশু দেখিয়েছেন যে যদিও ঈশ্বর মহা পবিত্র ও আলাদা তবুও তিনি ব্যক্তিগত ও নিকটবর্তী। চলুন , আনন্দ করি!

চারটি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?